০৭-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – এখানে ওখানে বসে, ফালতু কথাবার্তা বলে নিজের সময়ের অপচয় কোরো না। বাবার স্মরণে থাকলে সময় ফলদায়ক হয়ে যাবে।"

প্রশ্নঃ- কোন্ বাচ্চারা বাবার নাম সুপ্রসিদ্ধ করতে পারবে?

উত্তরঃ- যে বাবার সমান সেবা করে। যদি প্রত্যেক কর্ম-ই বাবার সমান হয়, তাহলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে। বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানানোর জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন।

প্রশ্নঃ- কাকে অন্তর্মুখী বলা যাবে? তোমাদের অন্তর্মুখতা হল সবথেকে আলাদা - কিভাবে?

উত্তরঃ- অন্তর্মুখী হওয়া মানে সোল কনসাস হয়ে থাকা। অন্তরে যে আত্মা রয়েছে, তাকে বাবার কাছ থেকেই সবকিছু শুনতে হবে, কেবল বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ যুক্ত করে গুণী হতে হবে। এটাই হল সবথেকে আলাদা অন্তর্মুখিতা।

গীতঃ- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান অর্থাৎ বাবার মহিমা শুনল। এখন বাচ্চারা বাবার মহিমা করার ফল পাচ্ছে। বাচ্চারাই বাবার নাম উজ্জ্বল করে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব যখন বাচ্চারা তাঁর মতো সেবা করবে। এইরকম বাচ্চারা খুব ভালো পুরস্কারও পাবে। তোমরা এখন সত্যি সত্যিই বাবার বাচ্চা হয়েছ। ভক্তরা তো কেবল গায়ন করে। তোমরা জানো যে এই সঙ্গমযুগে বাপদাদা এখন আমাদের সামনে বসে আছেন। বাবা তো নিশ্চয়ই দাদার শরীরের মাধ্যমেই কথা বলবেন। বাচ্চাদের মধ্যে দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে আমরা পুরুষার্থ করে অবশ্যই বাবার সমান হব। বাবা হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। তাঁর থেকে তোমাদের মতো পতিত-পাবনী জ্ঞান-গঙ্গাসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। 'গঙ্গাসমূহ' কেন বলা হয়? কারণ তোমরা সকলেই হলে প্রিয়তমা। তোমাদের সবাইকেই জ্ঞান-গঙ্গা বলা হয়। এটা ভেবে বাচ্চাদের নেশা হয় যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে বিশ্বের সমস্ত মানুষকে সুখ দিতে পারব। বাবা এখন সবাইকে সদগতি দেওয়ার জন্য এসেছেন, যেটা তিনি বাচ্চাদের দ্বারা দিচ্ছেন। কারণ তিনি হলেন করন-করাবনহার। তাই এইরকম বাবার শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে। বাবা বলেন, যে সেবা করবে এবং যত বেশি সেবা করবে - সে ২১ জন্মের জন্য উত্তম ফল পাবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কিছুই করে না। এটা তো আসলে খুবই সহজ। দিন প্রতিদিন বাবা ভাল ভাল পয়েন্টস বলছেন। বাবা বলেন, যত পার ঝুলি ভর্তি করে নাও। এটা নিজেই বুঝতে পারবে যে আমি আমার ঝুলি ভালোভাবে ভর্তি করছি, না কি কোনোভাবে সময় নষ্ট করছি। ভক্তিমার্গে তো অনেক সময় এবং শক্তির অপচয় করেছ। তার সাথে অর্থের অপচয় করেছ এবং অযথা অনেক পরিশ্রম করেছ। দেখ, ওরা কত পরিশ্রম করছে। জপ, তপ, দান, তীর্থ ইত্যাদি কত কিছুই না করছে। এইগুলো সব ড্রামা অনুসারে হচ্ছে। এখন তো পুরুষার্থ করতে হবে। যেটা হয়ে গেছে সেটা তো আর বদলাবে না। সঠিক সময়ে সেটার পুনরাবৃত্তি হবে। বাবা

এখন বলছেন, শ্রীমৎ অনুসারে চল। এখানে ওখানে নিজের সময়ের অপচয় করো না। বাবার স্মরণের দ্বারা সময়কে ফলদায়ক বানাও। অনেক বাচ্চারাই বাবার কথাগুলো এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। যে ভালভাবে ধারণ করবে, সে অবশ্যই অন্যের সেবা করবে, কোথাও সময় নষ্ট করবে না। অনেক বাচ্চা সারাদিন বহির্মুখী থাকে। বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করে অন্তর্মুখী হতে হবে। আত্মা তো অন্তরেই রয়েছে। এইটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে-ই বাবা সোল কনসাস হয়ে থাকতে বলছেন। এটাকেই সত্যিকারের অন্তর্মুখিতা বলা হয়। আমাদের এই অন্তর্মুখিতা একেবারে অন্যরকম। অন্তরে যে আত্মা রয়েছে, তাকে সবকিছু বাবার কাছ থেকেই শুনতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বারবার ভালোবেসে বোঝাচ্ছেন। মাতা-পিতা এবং যারা অনন্য ভাই-বোন, যারা খুব ভালভাবে সেবা করে, তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে শিখতে হবে। হয়তো এখনো সবার মধ্যেই কমবেশি খারাপ গুণ আছে। গায়ন করে- আমার মতো গুণহীনের মধ্যে কোনো গুণ নেই...। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে গুণী হতে হবে। সেটা তখনই সম্ভব যখন বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করবে। মায়া তো অনেক বিভ্রান্ত করবে। বাচ্চারা পড়ে যায়, তারপর আবার উঠতে থাকে। যারা বডি কনসাস থাকে তারা পড়ে যায়। যারা সোল কনসাস থাকে, তারা পড়ে যায় না, ওরা তো বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে আমি এটা করেই দেখাব। সম্পূর্ণ পবিত্র হয়েই দেখাব। অন্তরে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকা উচিত যে আমি বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। কোথাও অযথা সময় নষ্ট করব না। বাচ্চাদেরকে শরীর নির্বাহও করতে হবে। ঘরবাড়ি ত্যাগ করা তো হঠযোগীদের কাজ। তোমাদেরকে তো নিজের রচনার সম্পূর্ণ দেখাশোনা করতে হবে আর অন্তরে এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে যে, এই চোখ দিয়ে আমরা যা কিছু দেখছি সব বিনাশ হয়ে যাবে। এইসবের প্রতি মমত্ব রাখলে নিজের-ই লোকসান করবে। কেবল বাবার সাথেই মমত্ব রাখতে হবে। পবিত্রতা-ই হল মুখ্য বিষয়। এর কারণে অনেক হাঙ্গামা হয়। ক্রোধের জন্য এত হাঙ্গামা হয় না। বাবা বলছেন, কাম বিকার তো এখন সবার মধ্যেই আছে। সবকিছু এই বিকার থেকেই উৎপন্ন হয়। তোমরা বোঝাতে পার যে আমরা ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে সাহায্য করছি। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সোল কনসাস হতে হবে, পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আহ্বান করে- হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। তিনি এসে কি করবেন? নিশ্চয়ই পবিত্র বানাবেন। এখানে গঙ্গাস্নান ইত্যাদি করতে হয় না। বাবা বলেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর, আর কোনো উপায় নেই। যোগ অগ্নির দ্বারা-ই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হবে, আয়রন এজ থেকে গোল্ডেন এজ-এ চলে যাবে। একটাই উপায়, অন্য কোনো উপায় নেই। সকল রোগের একটাই ওষুধ, বাবার স্মরণ। এর দ্বারা-ই সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকারও স্মরণে আসবে। বাবা মানেই উত্তরাধিকার। লৌকিক বাবা যতই গরিব হোক, সামান্য টাকা-পয়সা, থালা-বাসন ইত্যাদি কিছু না কিছু উত্তরাধিকার তো অবশ্যই দেবে। অতএব তোমাদেরকে প্রথমে বাবাকে এবং তারপর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন 'মন্মনা ভব' এবং 'মধ্যাজি ভব'। বাবা তোমাদেরকে সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা বোঝাচ্ছেন। অন্য কেউ এইসব সারকথা জানে না। বাবা সরাসরি বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা দেহ-অভিমান ত্যাগ কর। তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে বাবা আমাদের সাথে অর্থাৎ আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। নিরাকার বাবা নিরাকার বাচ্চাদেরকে-ই বলছেন যে তোমরা আত্মারা কানের দ্বারা শুনছ। তুমিই সবকিছু করছ। কোনো পরিস্থিতিতেই বাচ্চাদেরকে দেহ-অভিমানী হওয়া যাবে না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। তার সাথে সার্ভিসও কর। কারণ শরীরের দ্বারাই সব কাজ করা হয়। সেগুলো তো করতেই হবে। কেউ কেউ কিছু সময়ের জন্য আনকনসাস অর্থাৎ বেহুঁশ হয়ে যায়। কিন্তু সেটা তো কোনো জ্ঞানের

বিষয় নয়। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম করতে হবে। এতেই মায়া অনেক বাধা দেয়। তোমরা জানো যে আমরা বাবার কোলে আশ্রয় নিয়েছি, তাই বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। ভোগ বানানোর সময়েও বাবাকে স্মরণ কর। আগে ভোগ বানানোর সময়ে কৃষ্ণকে, রামকে অথবা গুরু নানককে স্মরণ করত, গুরুবাণী পড়ত। স্মরণে থেকে বানালে তবেই তো শুদ্ধ হবে। করতে করতে প্র্যাকটিস হয়ে যায়। এখানেও বাবাকে স্মরণ করা অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। ভোগ বা ভোজন বানানোর সময়ে যতটা সম্ভব অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা খুবই জরুরি। ভাণ্ডারা-তে (ভোজন বানানোর স্থান) একে অন্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করে ভোজন বানাও। এইভাবে দৃঢ় অভ্যাস হয়ে যাবে। যার অভ্যাস হবে না, সে কখনো স্মরণ করবে না। ব্রহ্মাভোজনের যখন এত মহিমা তখন কিছু না কিছু তো অবশ্যই হবে। দেবতাদেরও ব্রহ্মাভোজন খাওয়ার ইচ্ছা থাকে। তাই স্মরণে থেকে ভোজন বানালে নিজেরও কল্যাণ হয় এবং যারা আসে তাদেরও কল্যাণ হয়। স্মরণে থাকার কারণে এটা বুদ্ধিতে এসে যায় যে আমরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। কিন্তু বাচ্চারা স্মরণ করে না। এটা হল দুর্বলতা। ভবিষ্যতে এমন সন্তান আসবে যে বাবার স্মরণে একদম মগ্ন থাকবে। স্মরণে থেকেই ভোজন বানাবে। যেমন মদের জন্য নেশা হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে এই রুহানি বাবার জন্য এইরকম নেশা থাকা উচিত, এতে অনেক লাভ। প্রিয়তম কিংবা বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তিনি অত্যন্ত মিষ্টি বাবা। তাঁর মত মিষ্টি আর কেউই নেই। বাইরের কেউ তো এইসব কথা জানেই না। দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা-ই এটা বুঝতে পারবে। তুমিই হলে মাতা, তুমিই হলে পিতা... -এটা তো কেবল নিরাকার বাবার-ই মহিমা। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এইরকম বলা যাবে না। নিশ্চয়ই বাবা এত মহান কর্তব্য করেছেন, তাই তো আমরা পরে ভক্তিমার্গে তাঁর এত মহিমা করি। বাবা এখন বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, অন্য সবকিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও। সমগ্র দুনিয়া থেকে, এমনকি নিজের দেহ থেকেও বুদ্ধিযোগ সরিয়ে একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। তাহলেই তোমাদের তরী তীরে পৌঁছে যাবে। এটা খুবই সস্তা চুক্তি। কিন্তু যারা নেবে তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম আছে। এটাও ড্রামাতে রয়েছে। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান। বাচ্চারা শোনে, কেউ কেউ ভালোভাবে ধারণও করে। আবার কেউ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। এখানে সামনাসামনি শুনে বাচ্চারা রিফ্রেশ হয়ে যায়। তারপর বাইরে গেলে ভুলে যায়। কিছুই মনে থাকে না। কেউ কেউ ভালোভাবে রিপিট করে। বাবা যা কিছু বুঝিয়েছেন, সেইসব বাস্তবে করব। ভোরবেলা উঠে তোমরা বাবার স্মরণে ভোজন বানালে, সেই ভোজনে শক্তি থাকবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে সমগ্র মনুষ্য কুলের উদ্ধার করার নেশা থাকতে হবে। মনুষ্য কুলের-ই উদ্ধার করতে হবে। এমন নয় যে জানোয়ারদেরকেও উদ্ধার করতে হবে। ড্রামাতে ওদের ভূমিকাই এইরকম। যে মানুষ যেরকম হয়, তার আসবাব পত্রও সেইরকম হয়। সত্যযুগে কোনো ময়লা-জঞ্জাল থাকে না। তোমাদের জন্য প্রচুর বৈভব থাকে। সেখানে পশুপাখি সবাই রাজকীয় হয়। যে মানুষ যেরকম হয়, তার সামগ্রীও সেইরকম হয়। গরিব মানুষের সামগ্রী কেমন হবে? ধনী ব্যক্তির সামগ্রী কত রাজকীয় হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা আমাদেরকে অনেক শ্রেষ্ঠ উপার্জন করাচ্ছেন। এরপর যে যেমন করবে। পাঠক্রম তো সবার জন্যই সমান। সবাই ক্রমানুসারে পদ পাবে। রাজা-রানী, প্রজা, ধনী ব্যক্তির চাকর-বাকর, গরিব ব্যক্তির চাকর-বাকর - সব রকম থাকবে। বুদ্ধিতে আছে যে আমরা যোগবলের দ্বারা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। এক্ষেত্রে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন নেই। এইসব এই সময়ের কথা। যোগবলের দ্বারা তোমরা রাজত্ব পাচ্ছ। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণী অর্থাৎ শক্তিসেনা। সত্যযুগে দেবীদের কোনো অস্ত্র থাকবে না। এইসব হল এই সময়ের কথা - জ্ঞান তলোয়ার বা জ্ঞান খড়্গ। এইগুলোকেই

ভক্তিমার্গে স্থূলভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমাদের চেহারা এবং চরিত্র দুটোই পরিবর্তিত হচ্ছে। কালো থেকে ফর্সা হচ্ছ। সর্বগুণ সম্পন্ন এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ হচ্ছ। যে যতটা পুরুষার্থ করবে তার ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে অসৎ উপায়ের কোনো স্থান নেই। অন্তরে যদি কিছু কালো থাকে তবে বাইরে থেকেও কালো দেখা যাবে। বাবা বলছেন, তোমরা এত মিষ্টি স্বভাবের হও যাতে সবাই বুঝতে পারবে যে এদেরকে কে এইরকম বানিয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে। এই চক্রকে জানলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বোর্ড লাগিয়ে দাও যে, বাবা-ই হলেন রচয়িতা, তিনিই সমস্ত জ্ঞান দেন। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। তোমাদের এই জাত সকলের থেকে আলাদা। তোমাদের মতো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদেরকেই বাবা জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তাই শিববাবার সাথে তোমাদের কত ভালোবাসা থাকা উচিত। কিন্তু ভালো ভালো ফার্স্টক্লাস বাচ্চারাও যোগের বিষয়ে ফেল হয়ে যায়। জ্ঞান তো খুবই সহজ। মুরলিও ভালো পড়ে, কিন্তু যোগের বিষয়ে পরিশ্রম করতে হয়। যোগের দ্বারা বিকর্মের বিনাশ করার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। এতেই অনেক বাচ্চা ফেল হয়ে যায়। ভগবানুবাচ হল - তোমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা, পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্যই আমি এসেছি। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। তাই জ্ঞানের সাগরকে অবশ্যই জ্ঞান দিতে হবে। জলের সাগর কিংবা নদী কি কখনো পবিত্র করতে পারে? তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পার যে আমরা আমাদের জন্য রাজধানী স্থাপন করছি। আত্ম-অভিমানী হচ্ছি। আমরা বাবার কাছ থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে যাব। কোথায় ওদের বুদ্ধি আর কোথায় তোমাদের বুদ্ধি। ওরা সবাই বিনাশের জন্য কাজ করছে আর তোমরা স্থাপন করার কাজ করছ - এই কথাটা ভুলে যেও না। কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে সে ধারণ করে না। উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। আমরা ভালো নম্বর নিয়ে পাস হব - তোমাদের এইরকম ইচ্ছা আছে, কিন্তু ততটা পরিশ্রম কর না। এটা হল বেহদের পড়া। বাবা তো বিশ্বের বাদশাহী দেন। কি আশ্চর্য, তাই না? কত ভালোবেসে বোঝান। বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ কর। প্রচুর স্মরণ করতে হবে। পুনরায় বাবা এসেছেন। আমরা অবশ্যই বাবার মত অনুসারে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। বাবা, আমরা তোমাকে চিনেছি। বাবাকে হয়তো দেখেই নি। ঘরে বসেই টাচিং হয়ে যায়। কারোর ক্ষেত্রে তো সামান্য কিছু শুনেই নেশা চড়ে যায়। ভাগ্যও সহায়তা করে। কেউ কেউ আবার সঙ্গদোষের কারণে পড়া ছেড়ে দেয়। রাবণের মত অনুসরণকারীরা আলাদা এবং ঈশ্বরীয় মত অনুসরণকারীরা আলাদা। তোমরা বাচ্চারা জানো যে কিভাবে যোগবলের দ্বারা রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। বাহুবল অনেক রকমের হয় কিন্তু যোগবল কেবল এক রকমের হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১)
অন্তর্মুখী হয়ে কেবল বাবার কথা-ই শুনতে হবে। কেবল বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করে গুণী হতে হবে। বাহ্যমুখী হওয়া যাবে না।

২) রুহানি বাবার স্মরণের নেশাতে থেকে ভোজন বানাতে এবং খেতে হবে। পাক্কা যোগী হতে হবে।

বরদান:- প্রবৃত্তিতে থেকেও লৌকিকতা থেকে পৃথক থেকে প্রভুর ভালোবাসা প্রাপ্ত করে বন্ধনমুক্ত হও।

প্রবৃত্তিতে থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য রাখো যে, সেবাস্থানে সেবার জন্য কিংবা যেখানেই আছ সেখানকার বাতাবরণ যেন সেবাস্থানের মতো হয়। প্রবৃত্তির অর্থ হল সবকিছুর থেকে ওপরে থাকার বৃত্তি। অর্থাৎ কোনো কিছুই আমার নয়, সবকিছুই বাবার - এটাই হল প্রবৃত্তি। যে কোনো ব্যক্তি আসলেই যেন অনুভব করে যে ইনি হলেন সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত এবং প্রভুর প্রিয়। কোনো কিছুতেই যেন আকর্ষণ না থাকে। বাতাবরণ লৌকিক নয়, অলৌকিক হতে হবে, বাণী এবং কর্ম সমান হতে হবে। তবেই নম্বর ওয়ান পাওয়া যাবে।

স্লোগান:- সর্বদা খাজনাতে ভরপুর এবং সন্তুষ্ট থাকলে, পরিস্থিতি আসলেও সেটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।